নির্যাতনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্মোচন

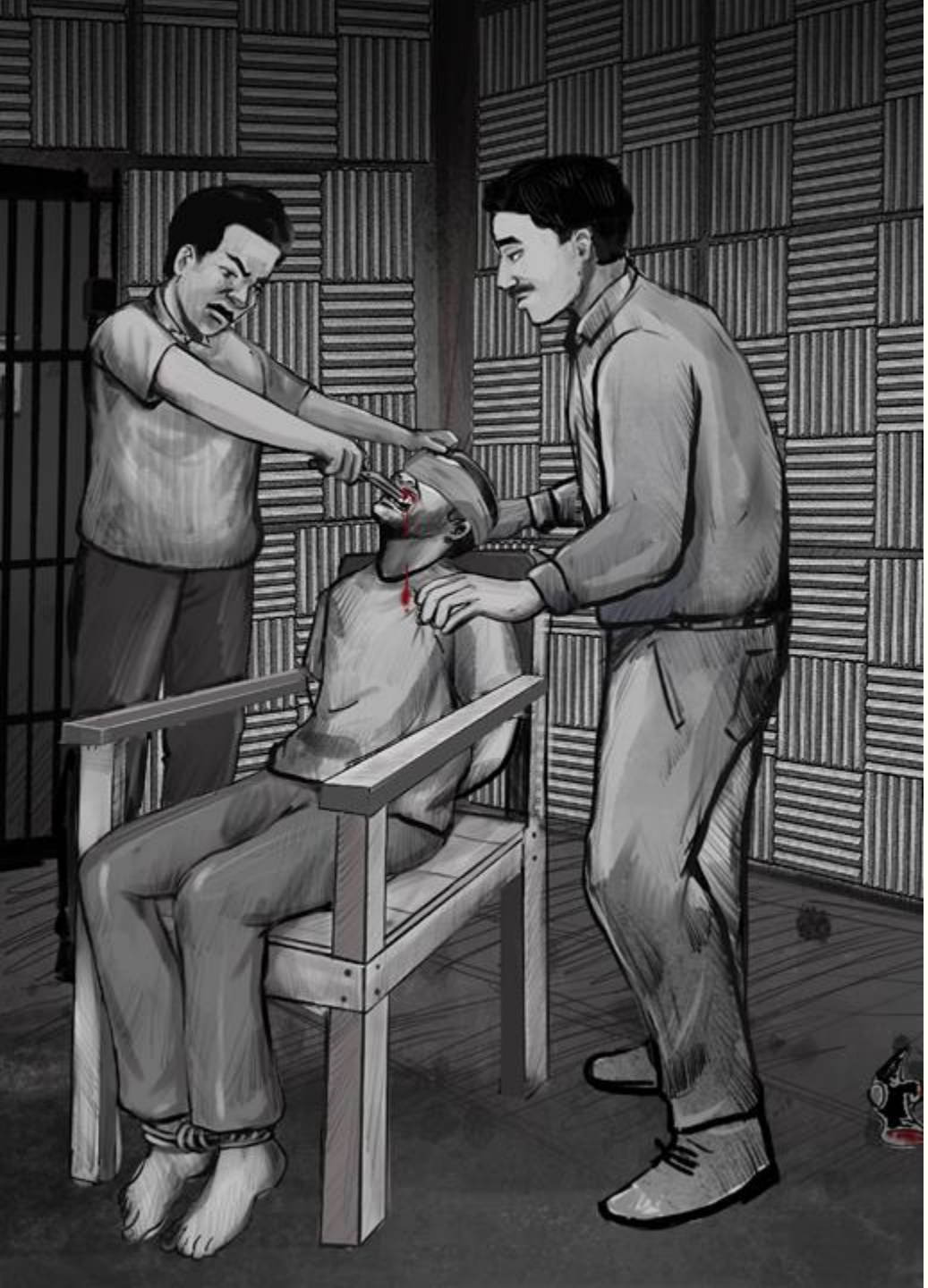

- এই প্রতিবেদনে আমরা ৫ আগস্টের পূর্বে বাংলাদেশে চালু থাকা গুম ও নির্যাতনের পদ্ধতিগত চর্চা উন্মোচনের চেষ্টা করেছি, যা রাষ্ট্রযন্ত্রের কিছু অংশ দ্বারা—বিশেষ করে RAB ও DGFI-এর মতো নিরাপত্তা বাহিনীর মাধ্যমে—বাস্তবায়িত হতো।
- প্রমাণ ধ্বংসের চেষ্টাসত্ত্বেও, আমরা এমন উপাদান সংগ্রহ করেছি যা ভুক্তভোগীদের সাক্ষ্যের সঙ্গে মিলে যায়। যেমন: RAB-2 এবং CPC-3-এ ব্যবহৃত ঘূর্ণায়মান চেয়ার, TFI সেলে মানুষ ঝুলিয়ে রাখার জন্য ব্যবহৃত পুলি-সিস্টেম (pulley system), এবং একাধিক স্থানে শব্দনিরোধক ব্যবস্থা, যা নির্যাতনের সময় ভুক্তভোগীদের চিৎকার বাইরের কেউ না শুনতে পারে সে জন্য ব্যবহৃত হতো।
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগীদের “গুম” (enforced disappearance) করা হতো, অর্থাৎ তাদের আটকের কোনো আনুষ্ঠানিক রেকর্ড থাকত না। এর ফলে নিরাপত্তা বাহিনীগুলো দায়মুক্তভাবে নির্যাতন চালাতে পারত।

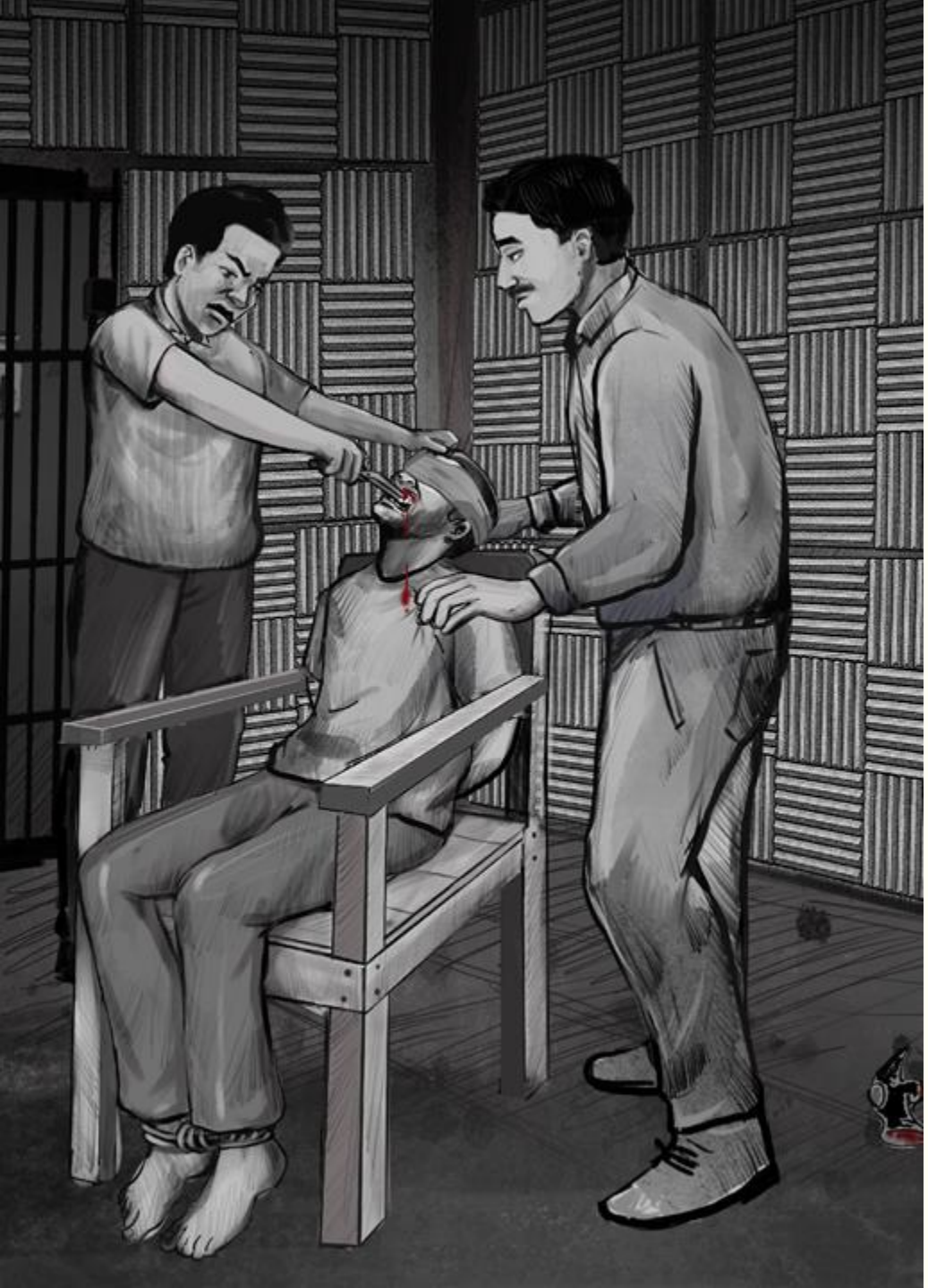

- পরবর্তীতে জনসমক্ষে হাজির করার আগে নির্যাতনের চিহ্ন লুকাতে কিছু ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের ওষুধ বা মলম দেওয়া হতো, যাতে ক্ষতচিহ্ন সহজে নজরে না আসে। অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতনের চিহ্ন মুছে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেই তাদের মুক্তি দেওয়া হতো।
- তবে এটাও সত্য যে, অনেক ভুক্তভোগী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হয়েছিলেন স্পষ্ট নির্যাতনের চিহ্নসহ, যদিও অনেক ক্ষেত্রেই সেসব উপেক্ষা করা হয়েছিল।
- এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত চিত্রগুলো ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নির্মিত পুনর্নির্মাণ (re-creation)।

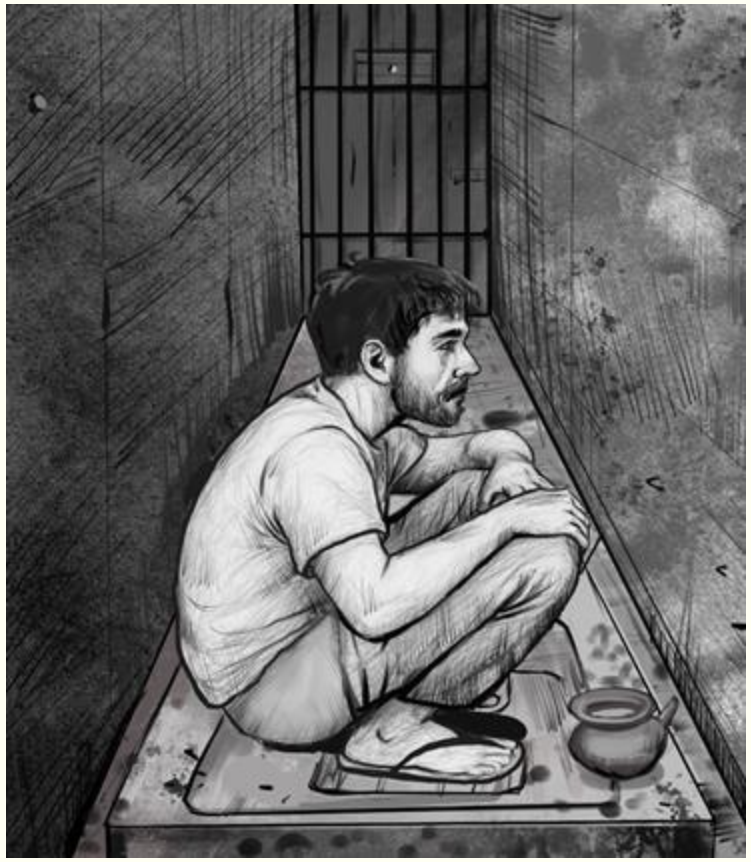

১। সর্বব্যাপী অস্বস্তি (Generalised Discomfort)

শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের সম্মিলিত প্রভাবে ভুক্তভোগীরা দীর্ঘ সময় ধরে চরম অস্বস্তিকর (prolonged discomfort) পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছেন।

- তাদের প্রায়ই প্রহরীদের অর্ধেক পরিমাণ খাবার দেওয়া হতো। হাতকড়া পরিয়ে ও চোখ বেঁধে একাকী সেলে (solitary confinement) রাখা হতো। নিজের ভাগ্য কী হবে সে অনিশ্চয়তার সঙ্গে এই কঠোর অবস্থার সম্মিলন তৈরি করত এক ধরণের নিরবিচ্ছিন্ন মানসিক চাপ।

- গুমের এই প্রক্রিয়া ভয় ও অপমানের একটি সংস্কৃতির সাথে একত্রে কাজ করত, যেখানে শরীরের স্বাভাবিক কাজ করাও পরিণত হতো আরেক ধরণের নিপীড়নের অভিজ্ঞতায়।

১-ক। থাকার স্থানের ভয়াবহ ও অমানবিক অবস্থা

অত্যন্ত ছোট ও সংকীর্ণ কক্ষগুলো বন্দিদের জন্য সর্বোচ্চ অস্বস্তি তৈরি করতো। ভুক্তভোগীদের শরীর অস্বাভাবিক ভঙ্গিমায় দীর্ঘ সময় রাখা হতো।

"...ঘুমাতে নিলে, একজন আইসা বলতেছে, 'এই ঘুমাতেছেন কেন?' মানে ঘুমাইতে দিতো না। ... জিজ্ঞাসাবাদ শেষে যাওয়ার পরে বালিশ সরাই ফেলতো। একদম শীতের মধ্যে কম্বল-বালিশ সব সরাই ফেলছে। ... আর এমনি শাস্তি দিতো। চেয়ার ছাড়া [খালি পায়ের ওপর ভর দিয়ে] বসায় রাখতো। ... আবার দেখা গেছে, হ্যান্ডকাপ পরায় বিছানার পাশ আটকে দিয়ে রাখতো। তা আমার এই হাতে মশা হইলে আমি তো মারতে পারতাম না। মশা কামড়াইতো। ... তো কষ্ট পাইতাম আর কি। এরকম শাস্তি দিছে আর কি।..."

৪৬ বছর বয়সী পুরুষ; ২০১৫ সালে DGFI, RAB-10 ও RAB-2 কর্তৃক অপহৃত; ৩৯১ দিন গুম ছিলেন।

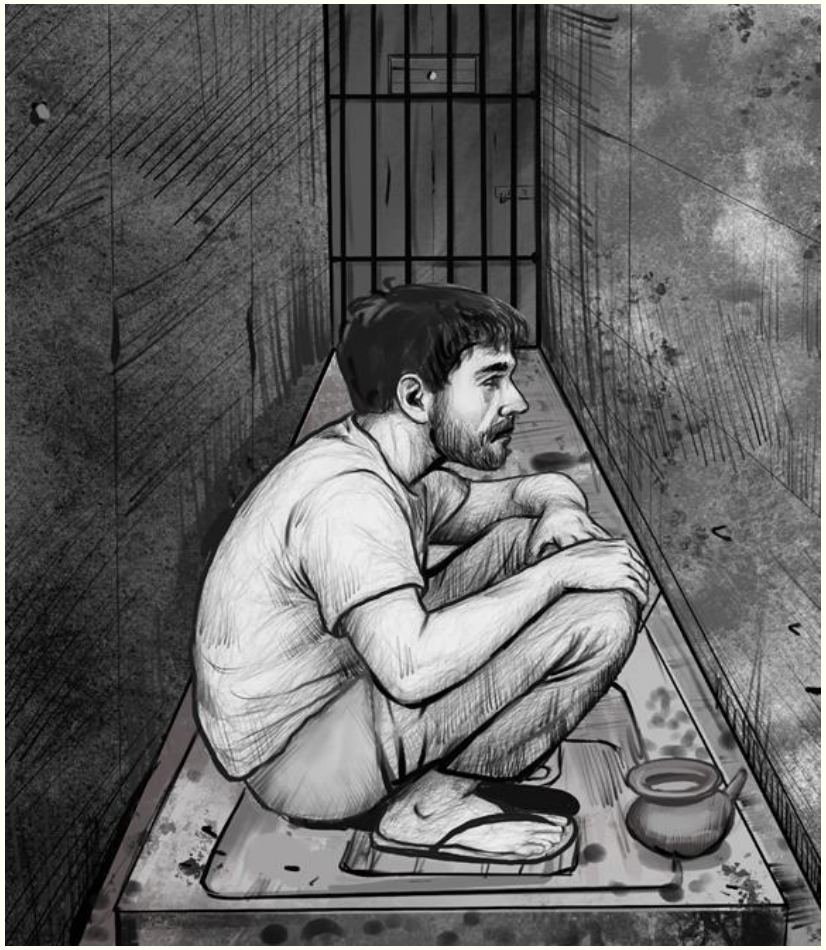

১-খ। গোপনীয়তাহীন, অস্বাস্থ্যকর ও অপমানজনক সেল জীবন

ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ কক্ষ। স্যানিটেশনের জন্য শুধু একটি বিল্ট-ইন প্যান ব্যবহার করতে হতো। প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর সময়ও সিসিটিভির মাধ্যমে নজরদারির মধ্যে থাকতে হতো।

- পুরুষ ভুক্তভোগীদের জন্য সেলের ভেতরে গোপনীয়তার অভাব ছিল বিশেষভাবে নির্মম।

- সেলগুলো ছিল ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ । সেলে টয়লেট ব্যবহারের জন্য নিচু বিল্ট-ইন প্যান বসানো ছিল। তবে, মাঝে কোনো দেয়াল না থাকায়, ভুক্তভোগীরা যখন শুয়ে থাকতেন, তখন তাদের শরীর প্রায়শই ওই প্যানের উপরেই পড়ে থাকত। যার ফলে তারা ময়লা, প্রস্রাব ও মলের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে থাকতে বাধ্য হতেন।

- আরো ভয়াবহ ছিল, এসব সেলে স্থাপন করা সিসিটিভি ক্যামেরা, যা প্রতিটি কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করত। ফলে ভুক্তভোগীদের সবচেয়ে ব্যক্তিগত মুহূর্তেও, যেমন প্রাকৃতিক কাজের জন্য টয়লেট প্যান ব্যবহারের সময়ও, চরম অপমান ও লজ্জার মধ্যে থাকতে হতো।

১-গ। নারীদের জন্য বিশেষ শাস্তি

নারীত্বকে কেন্দ্র করে নারী বন্দিদের জন্য বিশেষ অপমান ও সহিংসতার বর্ণনা এসেছে।

"অনেকটা ক্রুসিফাইড হওয়ার মত করে হাত দুই দিকে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখছে। ওরা আমাদের ওড়না নিয়ে নিছিল; আমার গায়ে ওড়না ছিল না। আর যেহেতু জানালার দিকে মুখ করা ছিল, অহরহ পুরুষ মানুষ যে কতগুলা আসছে দেখার জন্য এটা বলার বাহিরে। মানে তারা একটা মজা পাচ্ছে। বলাবলি করতেছিল যে, 'এমন পর্দাই করছে, এখন সব পর্দা ছুটে গেসে। ... আমার পিরিয়ড হওয়ার ডেট ছিল অনেক লেটে। কিন্তু যেই টর্চার করে তাতে আমি এত পরিমাণ অসুস্থ হয়ে যাই যে, সাথে সাথে আমার পিরিয়ড আরম্ভ হয়ে যায়। তারপর উনাদেরকে বলি যে, "আমার তো প্যাড লাগবে" - এটা নিয়ে অনেক হাসাহাসি করে ওরা।"

২৫ বছর বয়সী নারী; ২০১৮ সালে পুলিশ তাকে অপহরণ করে; তিনি ২৪ দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন।

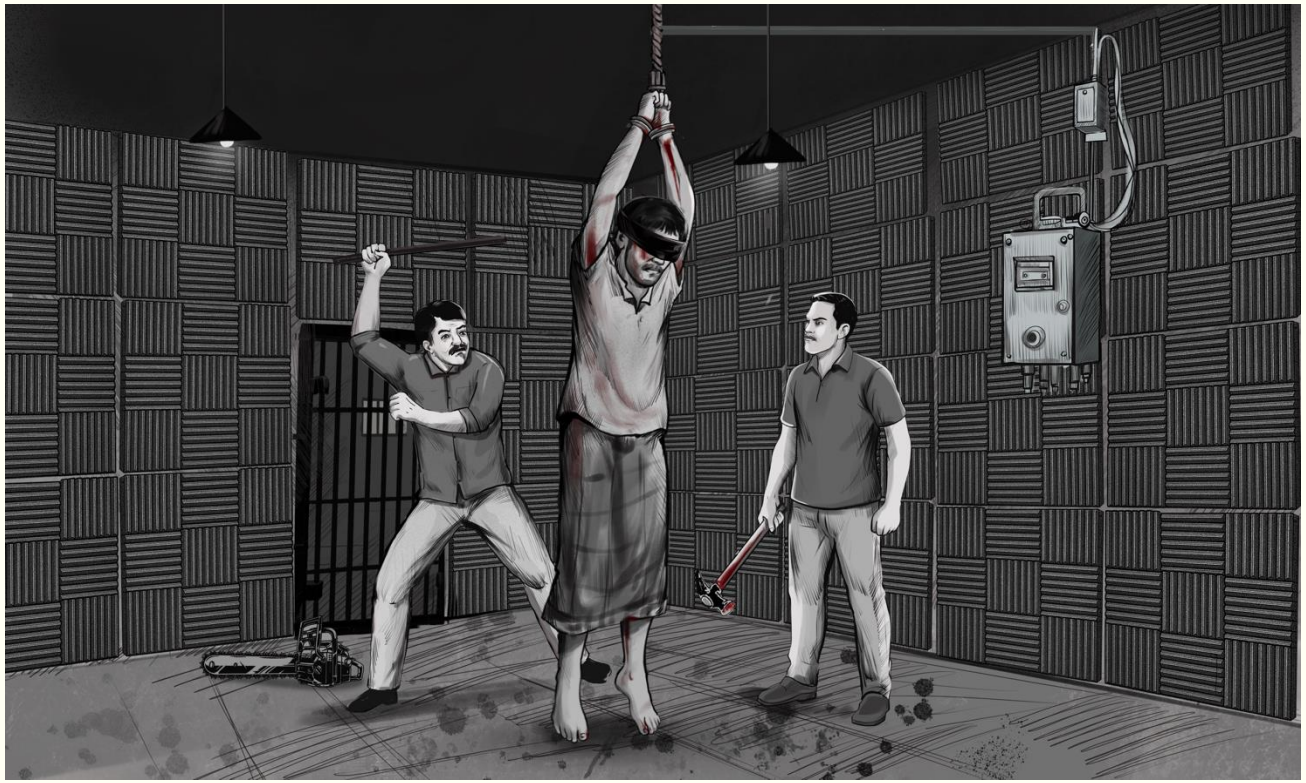

২। নির্মম প্রহারের অভিজ্ঞতা

প্রহার ছিল নির্যাতনের সবচেয়ে সাধারণ ও সর্বব্যাপী রূপ। প্রায় প্রতিটি স্থানে এবং প্রায় প্রতিটি ভুক্তভোগীর ক্ষেত্রেই এটি ঘটেছে; এমনকি তাদের ক্ষেত্রেও, যাদের ওপর অন্য কোনো ধরনের নির্যাতন প্রয়োগ করা হয়নি।

“...চোখে কখনো গামছা দিয়া, কখনো ওই যে জম টুপি, এগুলা দিয়ে বাঁধা থাকতো। হাত কখনো সামনে, কখনো পিছনে। আর যখন বেশি মারবে, তখন এই হাত পিছনে দিয়ে রাখতো আর আমার এই কনুই গুলো, দুই হাটু এগুলোতে খুব জোরে জোরে মারতো মোটা লাঠি দিয়ে। ... তো আমি মনে করতাম যে, আমার হাড়গুলো বুঝি ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু পরবর্তীতে দেখলাম যে ফুলে অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু হাড় ভাঙছে এরকম বুঝি নাই। ... এক পর্যায়ে আমাকে বলল যে, “তোর হাড় থেকে মাংস আলাদা করে ফেলবো।...”

৪৭ বছর বয়সী পুরুষ; ২০২৩ সালে CTTC কর্তৃক অপহৃত; ১৬ দিন গুম ছিলেন।

২-ক-১। স্থায়ী আঘাতের চিহ্নসমূহ

এই ভুক্তভোগীকে DGFI-এর JIC-তে আটক রাখা হয়েছিল, যেখানে টর্চারের কারণে তার নাভির দুই পাশে আঘাতের চিহ্ন সৃষ্টি হয়।

"...আমার পা বেঁধে উপর দিকে করে ঝুলাইছে। মাথা নিচের দিক, পা উপর দিক দিয়ে। আমার শরীরে কোনো পোশাক রাখে নাই তখন, একেবারে উইদাউট ড্রেস। তারপরে এলোপাথাড়ি আমাকে দুইজনে একসঙ্গে পিটাতে থাকে। খুব সম্ভব বেতের লাঠি দিয়ে। পরবর্তীতে আমাকে অসংখ্যবার টর্চার করেছে এবং মারতে মারতে আমার এমন হয়েছে, চোখের কাপড় খুলে গেছে। নাকে-মুখে চড়ানো, থাপড়ানো। ... শুধু পিছে মারছে। ওই সময়ে চামড়া ছিঁড়ে, মানে চামড়া ফেটে রক্ত ঝরে গেছে। ..."

২৩ বছর বয়সী পুরুষ; ২০১৭ সালে RAB-11 কর্তৃক অপহৃত; ৭২ দিন গুম ছিলেন।

২-ক-২। স্থায়ী আঘাতের চিহ্নসমূহ

এই ভুক্তভোগীকে CTTC-তে টানা প্রায় ২৪ ঘণ্টা ধরে নির্যাতন করা হয়েছিল; নির্যাতনকারীরা পালাক্রমে চার ঘণ্টার শিফটে তাকে মারধর করত। তার শরীরজুড়ে এখনও স্থায়ী আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এই নির্যাতনের ঘটনা একজন সহবন্দী নিশ্চিত করেছেন, যিনি সেই সময় তার কষ্ট স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

৪৬ বছর বয়সী পুরুষ; ২০২২ সালে CTTC কর্তৃক অপহৃত; ২৫৩ দিন গুম ছিলেন।

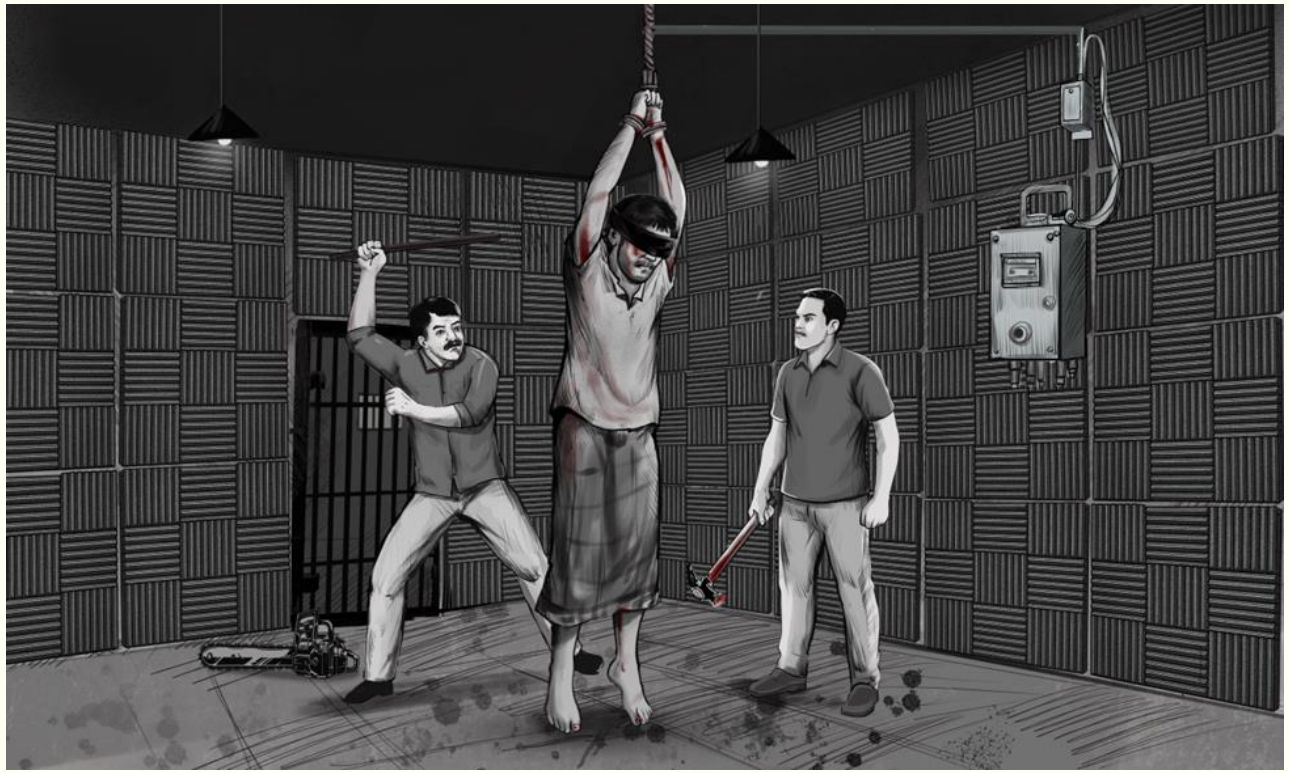

২-খ। ছাদের সাথে ঝুলিয়ে নির্যাতন

বন্দীদের উপর যে নির্মম শারিরীক নির্যাতন চালানো হতো, তার মধ্যে একটি ছিল ছাদের সাথে ঝুলিয়ে নির্যাতন।

“... বলতেছে, ‘এভাবে হবে না। এরে লটকা। টানাইতে হবে।’ তো একজন এএসআই লোক হবে, ও আমাকে দুই হাতে রশি লাগায়া ওই যে ফ্যানের হুক থাকে ছাদের মধ্যে, এটার মধ্যে ওর রশি দিয়ে এরকম ঝুলাইলো। শুধু পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা লাগানো থাকে মেঝেতে আর পুরা শরীরটা ঝুলানো। ... হাত এখনও উঠাতে পারি না, আমার এটা দুইটা জোড়ার মধ্যে সমস্যা হয়ে গেছে। ...”

৪৭ বছর বয়সী পুরুষ; ২০২৩ সালে CTTC কর্তৃক অপহৃত; ১৬ দিন গুম ছিলেন।

২-গ। উল্টো করে ঝুলিয়ে নির্যাতন

ভুক্তভোগীর হাত ও পা বেঁধে শরীরকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হতো। এই ধরণের নির্যাতন সামরিক বাহিনীর চেয়ে পুলিশের মধ্যে বেশি প্রচলিত ছিল।

"... হাত সম্ভবত গামছা বা কাপড় দিয়া বানছে আর কি। বাইনদা, আমার এই হাঁটুর ভিতরে দিয়া হাত ঢুকাইয়া এই দুই হাঁটুর মাঝখান দিয়া লাঠি ঢুকাইয়া একটা উঁচু কোন স্ট্যান্ডের মধ্যে রাখছে। যেটার কারণে আমার পাগুলো উপরে ছিল। আর মাথা নিচু হয়ে গেছে। ... পায়ের তালুর মধ্যে এবার বাড়ি শুরু করছে। চিকন একটা লাঠি হবে সম্ভবত। ... আবার ওই প্রথম থেকে একই প্রশ্ন, "নামগুলা বলো, তোমার সাথে কে কে আছে। ..."

২৭ বছর বয়সী পুরুষ; ২০১৯ সালে RAB-11 কর্তৃক অপহৃত; ৪২ দিন গুম ছিলেন।

২-ঘ। নখ উপড়ে ফেলা

নির্যাতনের একটি পদ্ধতি হিসেবে প্রায়ই নখ উপড়ে ফেলা হতো।

"... তো আলেপ উদ্দিন—পরে নাম জানতে পারছি, তখন জানতাম না—সে লাঠি নিয়ে খুব টর্চার করল। ... একদিন আমাকে বেশি টর্চার করল। টর্চার করে বলল যে, তাকে টাঙ্গায় রাখো, ঝুলায় রাখো। তো সেলে গ্রিল আছে না? রডগুলা যে আছে ... [ওগুলার সাথে] আমাকে এমনে ঝুলায় রাখলো।... হাতকড়ার সাথে বাইন্ধা রাখলো। ... তো এইভাবে অনেক ঘন্টা রাখার পরে আমি আর পারছি না। ওইদিন পরে যখন টর্চার করলো, আঙ্গুলের নখটা উঠে গেছিল পুরা। ..."

৫৬ বছর বয়সী পুরুষ; ২০১৭ সালে RAB-11 কর্তৃক অপহৃত; ৫৬ দিন গুম ছিলেন।

২-ঙ। নখের নিচে সূচ ঢুকিয়ে নির্যাতন

নখের নিচে সূচ ঢুকানো ছিল একটি সাধারণ ও নিয়মিত নির্যাতনের কেশল।

"... গ্রিলের মধ্যে হ্যান্ডকাফ দিয়ে আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখতো। আমি যাতে বসতে না পারি। দাঁড় করিয়ে রাখতো। পা এমন ফুলে গেছে আমার। আমার হাতে দাগ পড়ছে। এই যে দাগগুলো... ওয়াশরুমে যেতে চাইলে, ওয়াশরুমে যেতে দিত না। এই অত্যাচার শুরু হয়ে গেল। ... এর মধ্যে একদিন এনে আঙ্গুলটাকে এভাবে প্লাস দিয়ে ধরছে। ধরার পরে টেবিলের উপরে হাত রেখে, প্লাস ধরে, আরেকজন সুঁচ ঢুকাইছে। এই যে সুঁইয়ের দাগ। কয়, "তুই আব্দুল মুমিন না?" "স্যার, আমি আব্দুল মুমিন না, আমার নাম হল হাবিব।..."

২৭ বছর বয়সী পুরুষ; ২০১৭ সালে RAB-10 কর্তৃক অপহৃত; ১১৩ দিন গুম ছিলেন।

২-চ। বাঁশ দিয়ে নির্যাতন (বাঁশ ডলা)

"... শোয়ানোর পরে আমার এই দুহাতের উপরে দিয়া আর ঘাড়ের নিচে দিয়া একটা বাঁশ দিছে। তার পরবর্তীতে পায়ের নিচে, রানের নিচে দিয়ে একটা দিল, আবার রানের উপরে দিয়েও একটা দিছে। দেওয়ার পরে এরা ওইভাবে আমাকে কিছুক্ষণ রাখলো যে, "বড় স্যার আসতেছে না।"পরে কিছুক্ষণ পরে সে আসছে। আসার পরে হঠাৎ করেই বললো, "এই উঠো।" বলার সাথে সাথে আমি মনে করলাম যে, আমি আর দুনিয়ার মধ্যে নাই। মানে এরকমের যন্ত্রণা আমার এই দুই হাতের বাহুতে শুরু হইছে, আর দুই পায়ের মধ্যে শুরু হইছে। আমার মনে হইতেছে কেউ আমার এই দুই হাতের আর পায়ের গোস্তগুলো ছিড়া ফেলতেছে।..."

২৭ বছর বয়সী পুরুষ; ২০১৭ সালে RAB-10 কর্তৃক অপহৃত; ৩৯ দিন গুম ছিলেন।

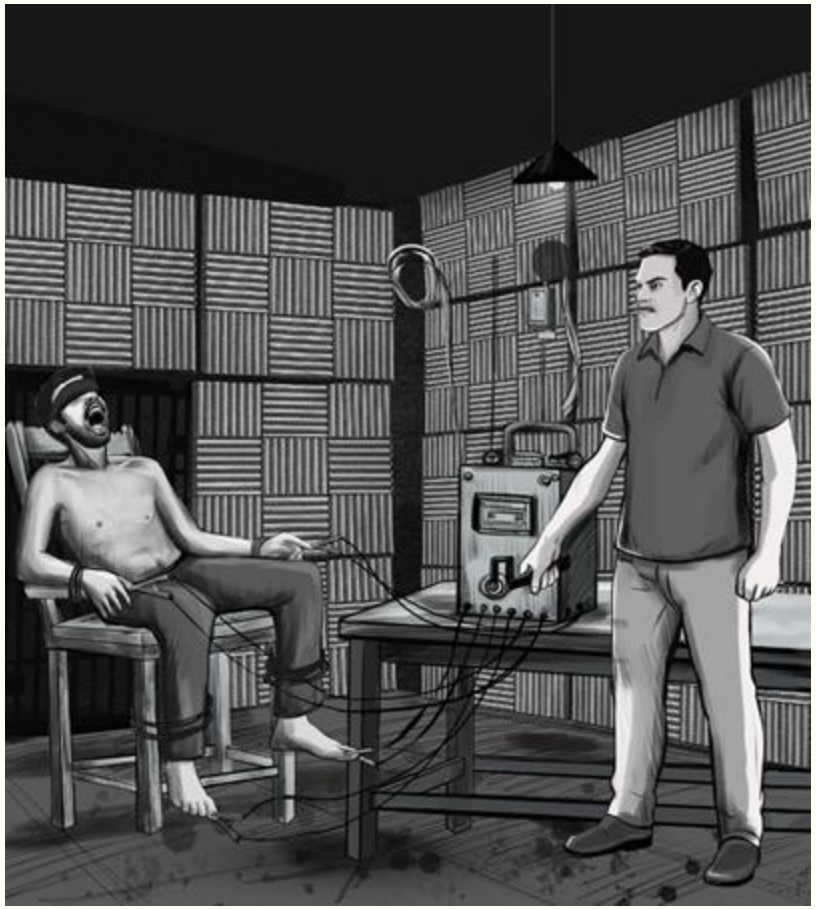

৩। বৈদ্যুতিক শক

নির্যাতনের দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচলিত পদ্ধতি ছিল বৈদ্যুতিক শক দেওয়া। সম্ভবত যন্ত্রপাতি সহজলভ্য হওয়ার কারণেই এর ব্যবহার এত ব্যাপক ছিল। এটি প্রায় সব স্থানেই ব্যবহৃত হতো, এমনকি অপহরণকারী যানবাহনেও, যেখানে এটি সহজে বহনযোগ্যভাবে ব্যবহৃত হতো।

"... পায়ে দুইটা ক্লিপ লাগায় দিল ... ফার্স্ট সেবার শক খাওয়ার অভিজ্ঞতা। মনে হচ্ছে যখন শক দেয়, টোটাল শরীরটা আমার ফুটবলের মত গোল হয়ে যায়। এরকম আট দশবার মেবি আমাকে শক দিছে। শকটা হয়তো তিন-চার সেকেন্ড সর্বোচ্চ থাকে। তাৎক্ষণিক শরীরটা গোল হয়ে যায়, সমস্ত রগগুলো চেপে ধরে। তো ওই প্রশ্নগুলো করে আর শক দেয়, প্রশ্নগুলো করে আর শক দেয়। ... খুবই বেপরোয়াভাবে চার-পাঁচ জন পিটানি শুরু করল, দুই হাত ধরে ওই হুকের উপর লাগায় দিয়ে। মনে হচ্ছে হয়তো কিছুতে সুইচ টিপছে, অটোমেটিক আমার শরীরটা উপরে উঠে যাচ্ছে। ... এই মুহূর্তে আমার কাপড় খুলে, আবার ওই একই ক্লিপ লাগায় দেয় আমার গোপন দুইটা অঙ্গে। এবং ওই জিজ্ঞাসাবাদ সেম চলতে থাকে। যখনই সুইচ দেয়, আমার মনে হয়েছে যে, আমার সে অঙ্গগুলো পুড়ে যাচ্ছে ... এবং মাঝে মাঝে আমি গোস্ত পুড়লে যেরকম একটা গন্ধ লাগে, সেই গন্ধটা পাইতাম আর কি। ..."

২৯ বছর বয়সী পুরুষ; ২০১০ সালে RAB গোয়েন্দা শাখা ও RAB-5 কর্তৃক অপহৃত; ৪৬ দিন গুম ছিলেন।

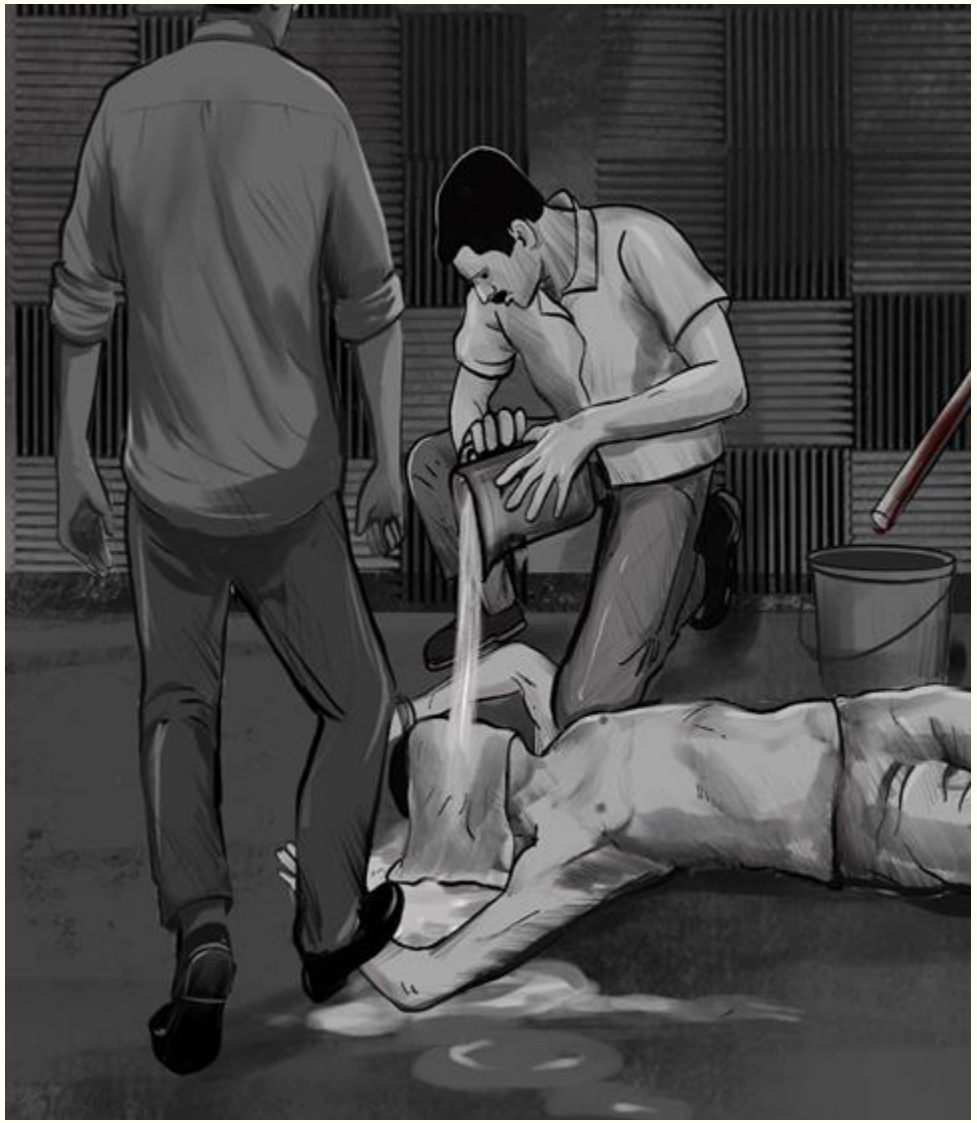

৪। “ওয়াটারবোর্ডিং” (Waterboarding)

এই নির্যাতনের পদ্ধতিতে ভুক্তভোগীকে শুইয়ে দিয়ে তার মুখ ঢেকে উপর থেকে বারবার পানি ঢালা হয়। এতে তিনি ডুবে যাচ্ছেন এমন অনুভূতি হয়, যেন শ্বাস নিতে পারছেন না। অনেক সময় ভুক্তভোগীরা এতে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। বিভিন্ন স্থানে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

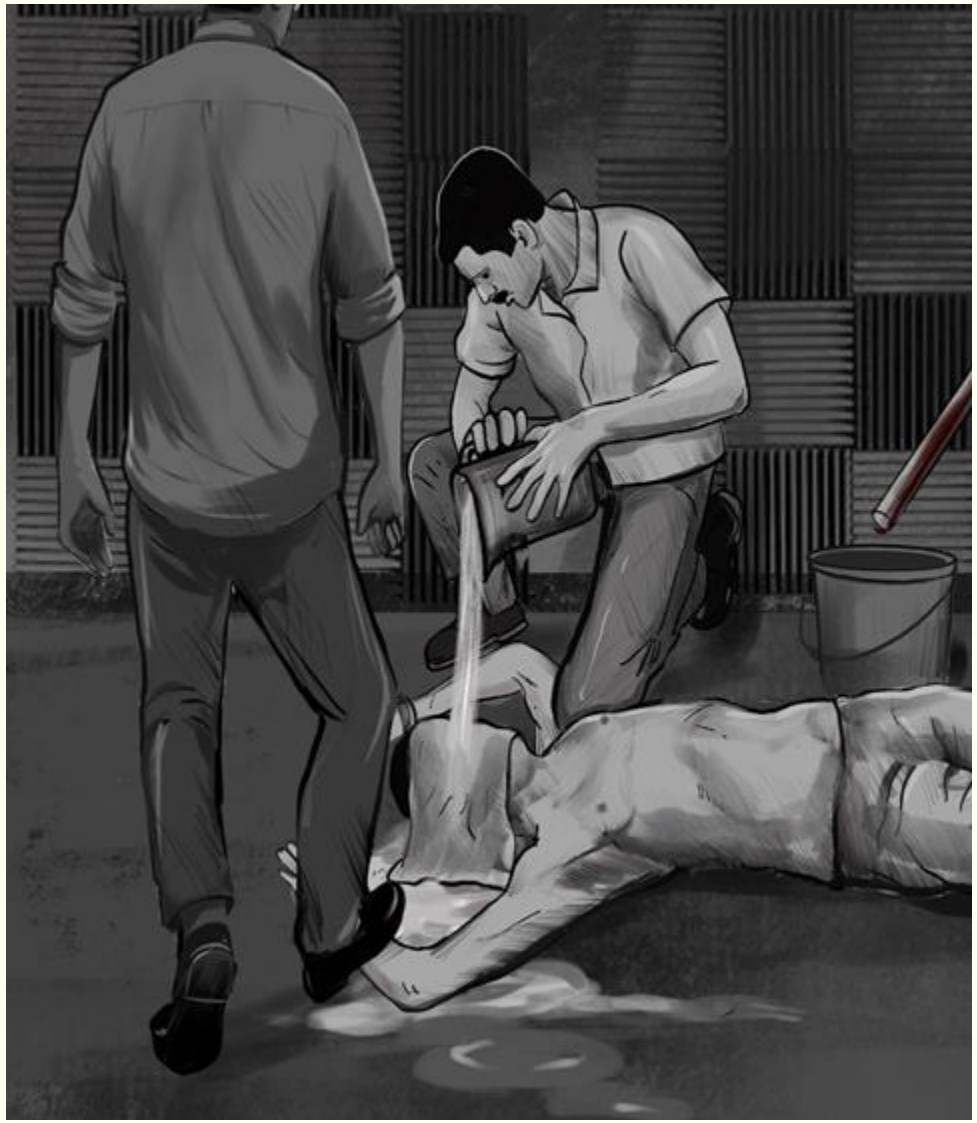

৪-ক। “ওয়াটারবোর্ডিং” দ্বারা নির্যাতনের অভিজ্ঞতা

“... মুখের উপরে গামছা দিয়া উপরে দিয়া পানি মারা শুরু করে দিছে। ... পানি দিতেছে, জগ ভরতি ... আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাইতেছে। ... তারপর ওরা ওই গামছা সরাইয়া বলে, “বল কি করছিস?” “স্যার, কি কমু? আপনি আমারে বলেন, আমার কি জানতে চান? আপনি আমারে কেন ধইরা আনছেন?” তখন বলতেছে, “না, ওরে হইতো না। আবার গামছা দে, আবার গামছা দে, আবার পানি দে।”এইভাবে তিন-চারবার পানি দেওয়ার পরে বলছে, “ওরে নিয়া রাইখা আয়।...”

২৭ বছর বয়সী পুরুষ; ২০১৭ সালে RAB-10 কর্তৃক অপহৃত; ৩৯ দিন গুম ছিলেন।

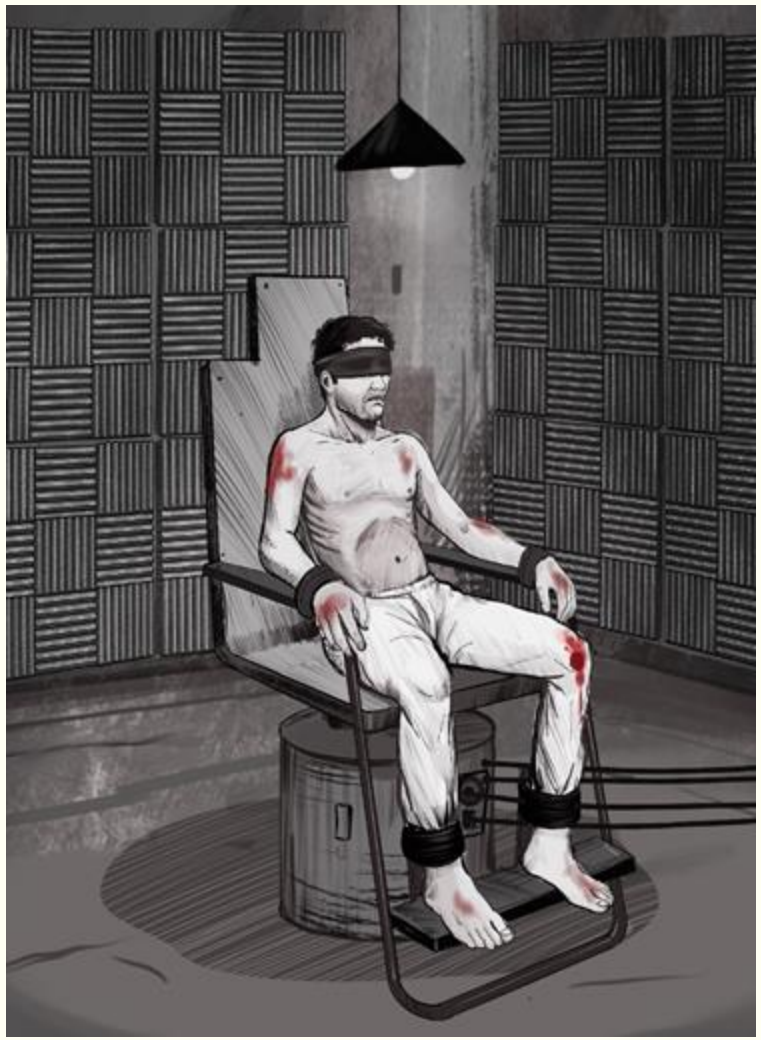

৫। নির্যাতনের জন্য ব্যবহৃত ঘূর্ণায়মান যন্ত্র ও চেয়ার

নির্যাতনের জন্য ব্যবহৃত ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতি সম্পর্কে একাধিক বিবরণ পাওয়া গেছে, এবং সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে দুটি ভিন্ন ধরনের যন্ত্রের অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

- প্রথমটি, যা সাধারণত RAB-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত, তা ছিল একটি ঘূর্ণায়মান চেয়ার। TFI সেলে এই চেয়ারটি ব্যবহার করা হতো, যেখানে ভুক্তভোগীদের অত্যন্ত উচ্চ গতিতে ঘুরানো হতো। এর ফলে অনেকেই বমি করতেন, প্রস্রাব ও পায়খানা করে ফেলতেন, এমনকি কেউ কেউ অজ্ঞান হয়ে যেতেন।
- দ্বিতীয়টি, যা মূলত DGFI কর্তৃক JIC-এ আটক ভুক্তভোগীদের বর্ণনায় উঠে এসেছে, সেটি চেয়ার নয়, বরং পুরো শরীর ঘোরানোর জন্য ব্যবহৃত একটি যন্ত্র।

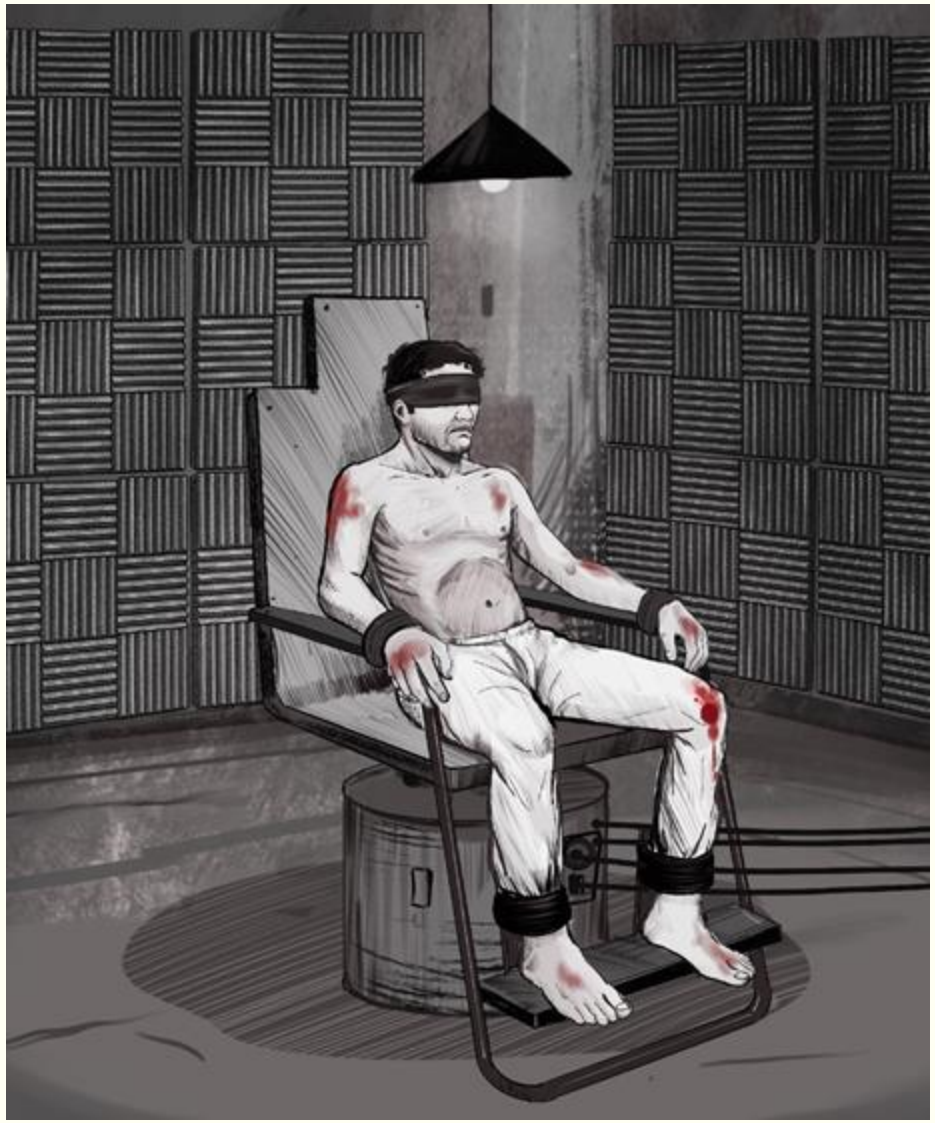

৫-ক। ঘূর্ণায়মান চেয়ারের মাধ্যমে নির্যাতন

"... একটা মেশিনে উঠাইছিল। উঠাই এইখানে [মাথায়] বাঁধছে, এইখানে [হাতে] বাঁধছে, পায়ে বাঁধছে, মানে হাঁটুর মিডলে, এইখানে আবার পায়ের নিচেও বাঁধছে। এরকম সোজা দাঁড়ানো। ওই মেশিনটায় উঠায় চালানোর পরে মনে হইছে যে, আমার হাড় সম্পূর্ণ যেন আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ... কেন বলতে পারবো না, ওটার সেটিং এরকম যে, মেশিনটাই একটা আজাব। ... ওরা বলছে যে, "তুমি পিঠ একেবারে লাগাইয়া রাখো। এখানে উঠলে কিন্তু সব পায়খানা করে দেয়।" মানে এমন কঠিন অবস্থা ওইখানে। ... মেশিনটা ঘোরানো যায়। কখনো কখনো উল্টা করানো যায়। আবার এরকম ফ্ল্যাট শোয়ানো যায়। ... এরপর ওইখানে থাকা অবস্থায় হাঁটুর উপর বাড়ি দিছে। যেমন জিজ্ঞেস করছে, "তুমি সরকারের বিরুদ্ধে কি কি ষড়যন্ত্র করতেছো? ..."

২৮ বছর বয়সী পুরুষ; ২০১৭ সালে DGFI ও RAB-2 কর্তৃক অপহৃত; ২০৮ দিন গুম ছিলেন।

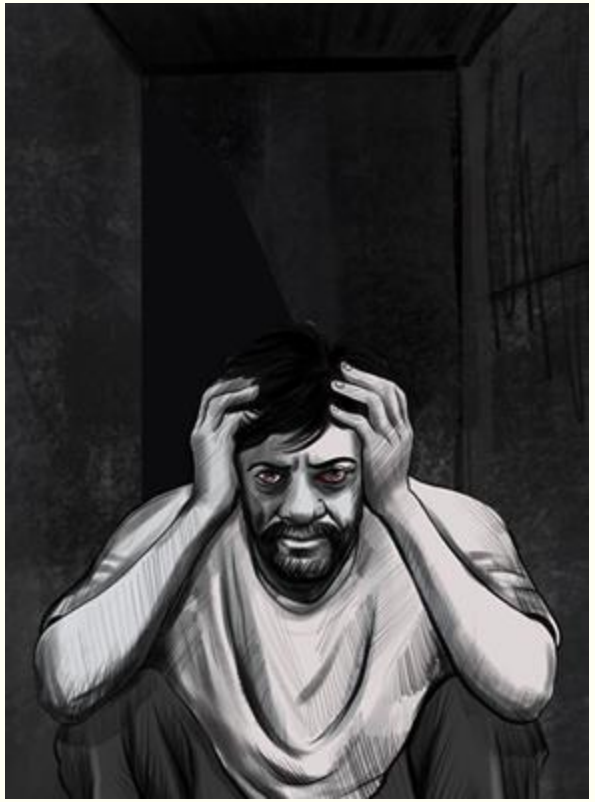

৬। যেনভিত্তিক নির্যাতন (Sexualized Torture)

যদিও যেনভিত্তিক নির্যাতনের ঘটনা ছিল, ভুক্তভোগীরা এসব অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে অনিচ্ছুক হওয়ায় সেগুলো নথিভুক্ত করা কঠিন হয়েছে। তা সত্ত্বেও, আমরা একাধিক বিশ্বাসযোগ্য ঘটনার সাক্ষ্য পেয়েছি, যেখানে নির্যাতনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল ভুক্তভোগীদের যেনাঙ্গ।

"... এক পর্যায়ে তারা আমার মানে অন্ডকোষে জোরে চাপ দেয়, আমার শক্তি শেষ হয়ে যায়।..."

২৮ বছর বয়সী পুরুষ; ২০১৭ সালে DGFI ও RAB-2 কর্তৃক অপহৃত; ২০৮ দিন গুম ছিলেন।

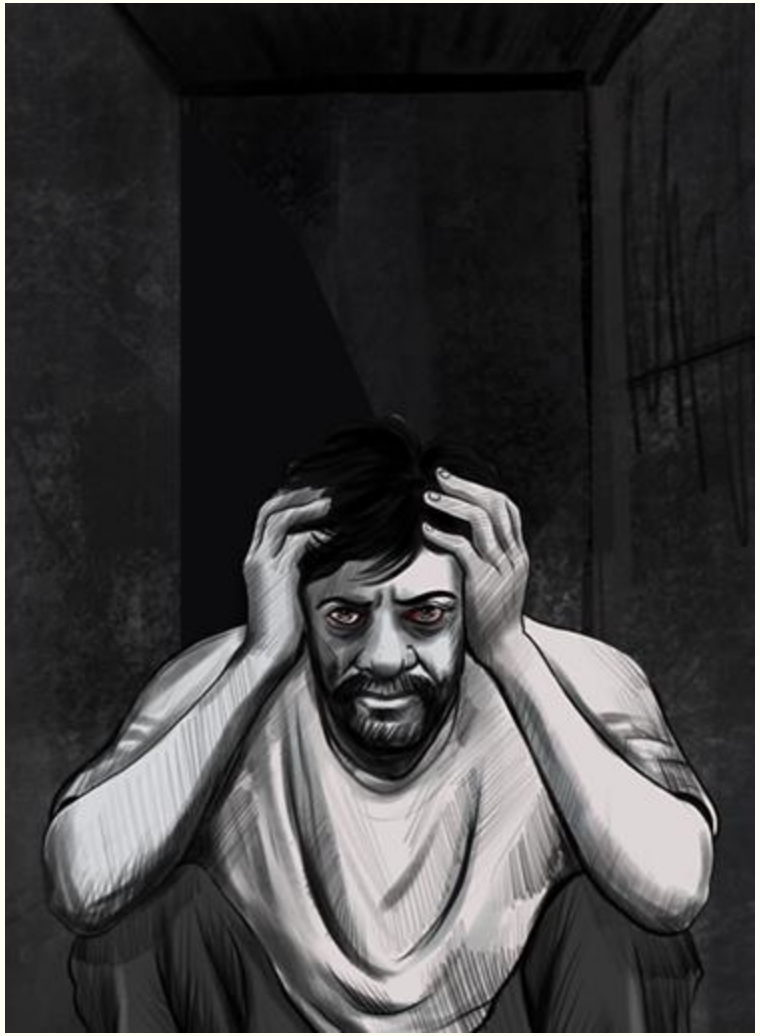

৬-ক। প্রস্রাবের সময় বৈদ্যুতিক শক

লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণার একটি পদ্ধতি হিসেবে ভুক্তভোগীদের যেনাঙ্গকে নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু করা হতো।

"... একটা যে কঠিন শাস্তি দিছে, সে শাস্তিটা হইলো একটা অন্যরকম। আমার তো চোখ বাঁধা, আমার কিন্তু চোখ বাঁধা। আমারে ধইরা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে ওইদিন, পিটনা দেওয়ার পরে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করতেছে। তখন আমি বুঝি যে, আজকে আমার জীবন শেষ। জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে কইতেছে, "এখানে প্রস্রাব কর। এখন এখানে প্রস্রাব কর।" প্রস্রাব করার সাথে সাথে আমি অনুমান করছি যে, আমি মনে হয় পাঁচ ফিট উপরে উঠছি, একটা ফাল দিয়া, ইলেকট্রিক শক সবচেয়ে বড় কোন স্থানে। ..."

১৮ বছর বয়সী পুরুষ; ২০২২ সালে RAB গোয়েন্দা শাখা ও RAB-11 কর্তৃক অপহৃত; ৪৫ দিন গুম ছিলেন।

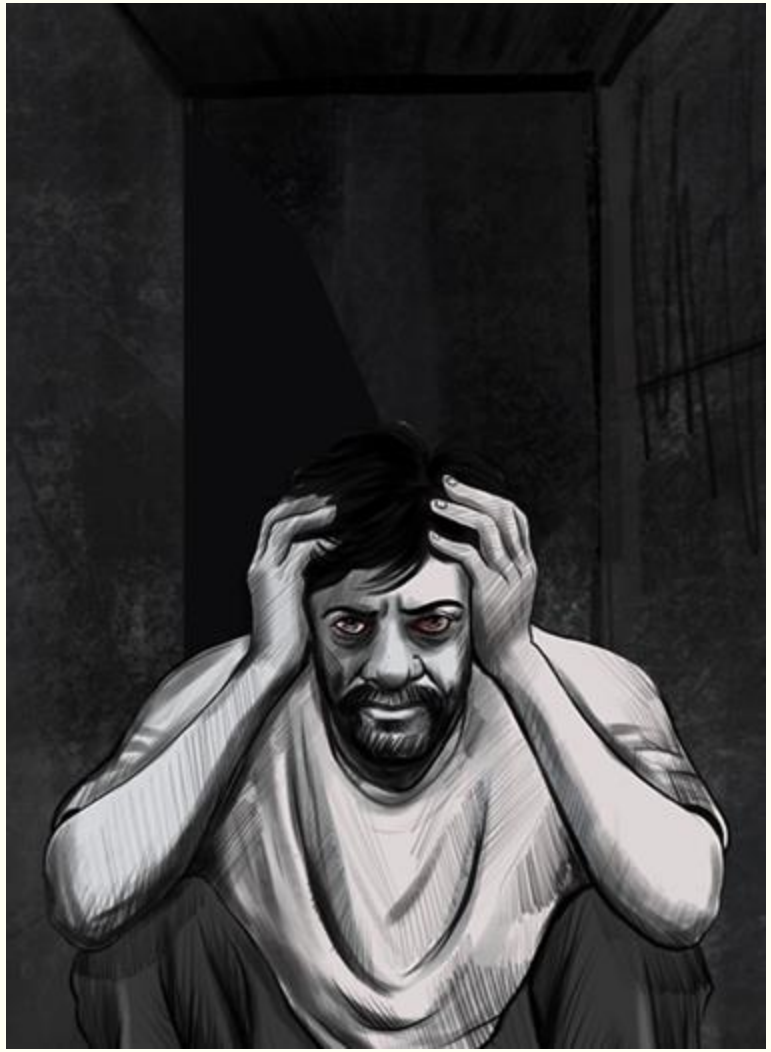

৬-খ। যেনাঙ্গে বৈদ্যুতিক শক

লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণার একটি পদ্ধতি হিসেবে ভুক্তভোগীদের যেনাঙ্গকে নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু করা হতো।

"... তখন ওরা কিল থাপ্পড় মারে। প্যান্ট খুলে ফেলে। প্যান্ট খুলার পর, আমার একটা বিচির সঙ্গে ক্লিপ লাগায়। গাড়ির মধ্যে উঠে দরজা বন্ধ করে দিছে। প্রায় ছয় সাত জন হবে, চোখ বাঁধা অবস্থায় যা বুঝলাম। কথা বলতেছে, তারপর গাড়ি ছেড়ে দিল, ছেড়ে দিতে দিতে আমার প্যান্ট অলরেডি খোলা শেষ। খুলে, ক্লিপ দিয়ে কারেন্ট শক দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। গাড়ির মধ্যে খুব চেঁচাচ্ছি ... দুই পা সামনের সিটে লাফানোর কারণে আমার প্রায় এক ফুট করে দুই পায়ে ছিলে যায়। কিন্তু ওইটার ব্যথা কিছু মনে হয়নি। কারেন্ট শকের ব্যথা এতটা ভয়ঙ্কর। ... প্রায় ১৫ থেকে ২০ মিনিট কারেন্ট শক দিল। এই ২০ মিনিটে গাড়ি চলতেছিল ... এরকম করতে করতে যখন থামলো, মনে হইলো যে দুনিয়া দুনিয়া নাই। কারেন্ট শক বন্ধ করার পরে তিন মিনিট ধরে আমি চেচাইছি। লাস্টে বাধ্য হয়ে ওরা মুখ চেপে ধরে। ওই কারেন্ট শকের কষ্টে। ..."

৩০ বছর বয়সী পুরুষ; ২০১৪ সালে RAB গোয়েন্দা শাখা ও RAB-12 কর্তৃক অপহৃত; ৩৯ দিন গুম ছিলেন।

ভুক্তভোগীর ওপর দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব

মুক্তির পরও নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা দীর্ঘমেয়াদি মানসিক ট্রমার স্পষ্ট লক্ষণ বহন করেন। তাদের চলমান চিকিৎসা ও মনোস্বাস্থ্য সহায়তার প্রয়োজন হয়, এবং অনেকের শিক্ষা ও কর্মজীবন ব্যাহত হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নিরাপত্তা বাহিনীর দায়ের করা ভুয়া মামলাগুলোর আইনি লড়াইয়ের ব্যয়; প্রতিটি মামলার জন্য একজন ভুক্তভোগীর গড়ে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। অনেকের পারিবারিক জীবন, যেমন বিয়ে ও সন্তান-সম্পর্কিত বিষয়, মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবারগুলো এই চাপ সহ্য করতে পারে না, ফলে ভুক্তভোগীরা এক অনিশ্চয়তা ও প্রান্তিকতার জীবনে আটকে পড়েন।

ভুক্তভোগীর ওপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব

"... ছেলেটা এতিম, মায় মারা গেছে। লেখাপড়া করত, সব শেষ। ... [গুম থেকে ফেরার পর] ও বসে থাকতো, হঠাৎ রেগে যাইতো। কেউ কথা জিগাইলেই থাপড় দিত। ... এখন ও খালি একা একা হাসে, কিছু কইলে ফেনায়, ঠিকমতো কথা কয় না। আগের মত না। ডাক্তার দেখাইলাম, ওষুধ দেয়, খায় না। কয় শরীর কাঁপে, ঘুমে ধরে। ওষুধ ফালায় দেয়। ডাক্তার কয়, নিয়ম মতো ওষুধ খাওয়াইতে হইবো।

এই হইলো ঘটনা। আমার ছেলে পাইলাম, এইটাই বড় কথা। সবাই কয়, 'যা হইছে হইছে, এখন খাইয়া-পইরা বাঁচ।' কিন্তু আমি জানি কত কথা হজম কইরা এই পর্যন্ত আইছি। এখন আমি আর উকিলের কাছেও যাই না, কারণ টাকা-পয়সার অভাব। ..."

ভুক্তভোগীর পিতা; *ভুক্তভোগী ১৬ বছর বয়সী পুরুষ; ২০১৯ সালে RAB গোয়েন্দা শাখা ও RAB-3 কর্তৃক অপহৃত; ২০ মাস ১৩ দিন গুম ছিলেন।*